|| www.banglainternet.com || Dr. Zakir Naik : Chad o Al-Quran

চাঁদ ও কুরআন

এখানে আল-কুরআনে প্রদত্ত তথ্যাবলী, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আল-কুরআনের আদাব, নামসমূহ, পরিভাষা, সকল কিতাবের ওপর আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, পরিচয় ও কুরআন শরীফের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য, এসকল ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আদাব বা শিষ্টাচার নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. পবিত্রতা অর্জন করে নেয়া, ২. মিসওয়াক করা, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৪. যেখানে তেলাওয়াত করা হচ্ছে সেখানে ধূমপান না করা, ৫. সম্ভব হলে আগরবাতি জ্বালান, ৬. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের শুরু ও শেষে চুম্বন করা, ৭. তিলাওয়াতের শুরুতে তাআউজ ও তাসমিয়াহ পাঠ করা, ৮. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে আদাবের সাথে (নম্র হয়ে) বসা, ৯. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় পা ভেঙ্গে বসা, ১০. খুতবার সময় শ্রোতাদের দিকে মুখ করে তিলাওয়াত করা, ১১. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় কাপড় পাক হওয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক, ১২. কুরআন মাজীদ উঁচু স্থানে– রিহাল কিংবা তাকিয়া ইত্যাদির ওপর রেখে তিলাওয়াত করা, ১৩. তিলাওয়াত করার পর কুরআন শরীফ উঁচু স্থানে রাখা, ১৪. বুঝে বুঝে তারতীবের সাথে তিলাওয়াত করা, ১৫. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, আয়াত এবং সূরাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা, ১৬. সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা, ১৭. সুন্দ্রভাবে তিলাওয়াত করা, ১৮. তাজভীদ সহকারে তিলাওয়াত করা, ১৯. কুরআন মাজীদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অর্থ এবং আশ্চর্য বিষয়াবলীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা, ২০. খুশি ও আগ্রহের সাথে তিলাওয়াত করা, ২১. প্রতিদিন তিলাওয়াত করা, ২২. কুরআন মাজিদের আয়াত দেখে দেখে তিলাওয়াত করা, ২৩. আরবি নিয়ম অনুযায়ী তিলাওয়াত করা, ২৪. মনোযোগ ও মনোনিবেশ সহকারে তিলাওয়াত করা, ২৫. কুরআন মাজীদের ওপর হেলান দেয়া ও তাঁর ওপর ভর না দেওয়া, ২৬. খুশু-খুযুর সাথে (ভয় ও নম্রতার সাথে) তিলাওয়াত করা, ২৭. তিলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা,২৮. কুরআন তিলাওয়াতকে আয় রোজগারের মাধ্যম না বানানো, ২৯. কুরআন মাজীদ মুখস্ত করে ভুলে না যাওয়া, ৩০. যেখানে কুরআন মাজীদের অবমাননা হতে পারে সেখানে না নেয়া, ৩১. শোর-গোলের স্থান, বাজার এবং মেলায় তিলাওয়াত না করা, ৩২. যেখানে বেশী লোকের ভিড় সেখানে নিম্নস্বরে পড়া, ৩৩. অন্যের তিলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা, ৩৪. তিলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা, ৩৫. যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও উঠতে হয় তাহলেও কুরআন মাজীদ বন্ধ করে যাওয়া, ৩৬. তিলাওয়াতের মাঝে হাঁচি এলে তাকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা, এরপর মুখে হাত রেখে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা, ৩৭. কুরআন মাজিদের কোন আয়াত দ্বারা ভাগ্য গণনা না করা, ৩৮. বিপদের সময়ে আয়াতকে ভুল স্থানে ব্যবহার না করা, ৩৯. কুরআন মাজীদ আদান-প্রদানের সময় ডান হাত ব্যবহার করা, ৪০. প্রতিদিন কুরআন মাজীদ যিয়ারত করা এবং তাকে দেখা, ৪১. কুরআন মাজীদের যে ধরনের আয়াত তিলাওয়াতে আসে সে অনুযায়ী দুয়া করা অর্থাৎ বেহেশতের সুসংবাদ এর ওপর জান্নাতে প্রবেশের দুয়া এবং দুযখের শাস্তির বর্ণনা তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করা, ৪২. কোন ক্বিরাআত ও তাজভীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে পড়া, ৪৩. তিলাওয়াত শেষ করে صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ "আল্লাহ্ তায়ালা সত্যই বলেছেন" বলা, ৪৪. যখন কুরআন মাজীদ খতম হবে, তখন আবার শুরু করা, ৪৫. কুরআন মাজীদের ওপর অন্য কোন কিতাব, কলম, এবং কালি ইত্যাদি না রাখা, ৪৬. কুরআন মাজীদের আয়াত পড়ে ফুঁক দেয়া পানি অপবিত্র স্থানে না ফেলা, ৪৭. কুরআন লেখা তাবীজ নিয়ে বাথরুমে না যাওয়া, ৪৮. অসঙ্গত দেয়ালে কুরআনের আয়াত না

banglainternet.com

লেখা, ৪৯. কুরআন মাজীদের ছেঁড়া পাতাগুলো পুঁতে ফেলা, ৫০. যখন কোন আয়াত কাঠ বা শ্লেটের ওপর লেখা হয় তখন তাকে থুথু দ্বারা না মোছা, ৫১. কুরআন মাজীদকে সুন্দর করে আরবি নিয়মে লেখা, ৫২. যে বস্তু হারামের সাথে মিলিত হবে তাতে না লেখা, ৫৩. বড় তক্তির আয়াতকে ছোট তক্তিতে না লেখা, ৫৪. ছাত্রদের কাছে উচু আওয়াজে তিলাওয়াত না করা, ৫৫. যখন কুরআন মাজীদ নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ৫৬. যদি তিলাওয়াতের মাঝে বাথরুমে যেতে হয় তাহলে কুরআন মাজীদ বন্ধ করে যেতে হবে, ৫৭. যদি কুরআন মাজীদের কোন শব্দ বুঝা না যায় তাহলে অপরকে জিজ্ঞেস করা, ৫৮. উপর থেকে তিলাওয়াত শুরু করা, ৫৯. কুরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যার আলোচনা করা, ৬০. সাত কিরাআতের মধ্যে যে নিয়মে শুরু করা হবে ঐ পদ্ধতিতে শেষ করা, ৬১. বেশি বেশি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, ৬২. কুরআন মাজীদের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত অথবা শুনার পর সিজদা দেওয়া, ৬৩. কুরআন মাজীদে তিলাওয়াতকে সকল যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম যিকির মনে করা, ৬৪. কুরআনের উপকারিতাকে ব্যাখ্যা করা, কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্থতা লাভ করলে তা প্রচার করা, ৬৫. কালামে ইলাহীর শক্তি ও প্রভাবের বক্তা হওয়া, এর দ্বারা সুস্থতা লাভ হয় এবং ফাসাদ দূরীভূত হয়।

পবিত্র কুরআনের নামসমূহ

একথা খুবই স্বচ্ছ যে, কারো সত্তা, ব্যক্তি অথবা বস্তুর অধিক নাম এবং সুন্দর উপাধি এর অধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে। যেমন– আল্লাহ পাকের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, যা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মহত্ত্ব ও মর্যাদার দলীল বা প্রমাণ। এভাবে দেখলে কুরআন মাজীদেরও অনেক নাম ও উপাধি রয়েছে যা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, মহান শান এবং বুলন্দ স্থানের নির্দেশ না প্রদান করে। নিম্নে পবিত্র কুরআনের আলোকে কুরআনের নাম ও উপাধির বর্ণনা দেওয়া গেল।

১. আল-কুরআন ঃ আল-কুরআন কুরআন মাজীদের প্রকৃত নাম। এছাড়াও আল-কুরআনকে 'আল-কুরআন" নামকরণ করার কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(ক) এ শব্দ তৈরিকৃত নয় এবং আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত বিশেষ কিতাবকে বলা হয়। যেমন– তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জীল অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের নাম।

এরমধ্যেসবচে' বেশি পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন।

২. আল-কিতাব ঃ লিখিত অথবা একত্রিত কিতাব, নিম্নলিখিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদকে اَلْكِتَابُ (আল-কিতাব) বলা হয়।

(ক) اَلْكِتَابُ শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল যার অর্থ 'জমা করা' ইহা কর্মবাচক مَكْتُوْبٌ (লিখিত) অর্থে ব্যবহৃত। 'কিতাব' শব্দ থেকে মেধায় এক সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত বস্তুর ধারণা জন্মে। বিশৃঙ্খল পাতাকে কিতাব বলা যায় না। এ দিক থেকে কুরআন মাজীদকে এজন্য 'কিতাব' বলা হয় যেহেতু এর মাঝে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঘটনা, কাহিনী এবং সংবাদগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বন্ধনযুক্ত আকারে জমা করা হয়েছে।

(খ) اَلْكِتَابُ-এর অর্থ যদি 'লিখিত' করা হয়, তাহলে এ অর্থ হবে যে, কুরআন লাহওহে মাহফুজে লিখিত বা সংরক্ষিত।

banglainternet.com

এও সম্ভব যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এটাকে 'কিতাব' এজন্য বলা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যখন কুরআন মাজীদের কোন অংশ নাযিল হতো, তখন হুযুর (সাঃ) কাতিবে ওহী কোন সাহাবীকে ডেকে লেখার নির্দেশ দিতেন।

(গ) একত্রে সন্নিবেশিত আইন বা বিধানগুলোকেও اَلْكِتَابُ (সংবিধান) বলা হয়। বরং এ কিতাবকে اَلْكِتَابُ বলা অধিক তথ্য বিদ্যমান। যার মধ্যে বিধানের সাথে সাথে আইন কানুনও রয়েছে। কুরআন মাজীদে একে আইনী কিতাব হওয়ার ঘোষণা সূরা নিসার ১০৫ নং আয়াতে আছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ

'নিশ্চয়ই আমি আপনার ওপরে এ কিতাব সত্যতার সাথে নাযিল করেছি, যেন আপনি আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন।'

(ঘ) اَلْكِتَابُ শব্দটি 'চিঠি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরা নাহল এ আল্লাহ পাকের ইরশাদ 'আমার পক্ষ থেকে এক সম্মানিত চিঠি এসেছে।' এদিক থেকে 'কুরআন মাজীদ' মহান রব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে জ্ঞাতবাসীর জন্য একক উন্মুক্ত পত্র।

৩. আল-মুবীন ঃ اَلْمُبِيْنُ – শব্দের অর্থ প্রকাশ্য অথবা পরিষ্কার বর্ণনাকারী 'কিতাব'। কুরআন মাজীদ সব কিছুকে স্পষ্ট এবং খুবই পরিষ্কার করে বর্ণনাকারী কিতাব। চিন্তা-ভাবনা ও স্বচ্ছ নিয়তের সাথে তিলাওয়াতকারীর জন্য এতে অবশ্যই কোন আড়ষ্টতা নেই। এর বিধান, আদেশ-নিষেধ খুবই স্বচ্ছ বা পরিষ্কার। কুরআনকে এজন্যও اَلْمُبِيْنُ বলা হয়। কেননা ইহা সত্যকে মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে।

৪. আল-কারীম ঃ কুরআন মাজীদকে 'আল কারীম' ও বলা হয়। যার অর্থ সম্মান ও মর্যাদাশীল। কুরআন মাজীদের এক আদব ও সম্মান তো এই যে, একে তারতীল ও তাজভীদের সাথে পড়তে হবে এবং একে বুঝে এর দাবি অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। যে ব্যক্তি কুরআন বিরোধী জীবন-যাপন করে, সে কুরআন মাজীদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

দ্বিতীয় এর প্রকাশ্য আদব এবং মূল বিষয় যে, মানুষেরা একে যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দেয় তা অন্য কোন কিতাবকে দেওয়া হয় না।

৫. কালামুল্লাহ ঃ কুরআন মাজীদকে কালামুল্লাহও বলা হয়। যার অর্থ আল্লাহ পাকের কালাম বা কথা। এটা কি আল-কুরআনের কম মর্যাদা যে তা মহান আল্লাহর বাণী?

৬. আন-নূর ঃ কুরআন মাজীদকে 'আননূর' ও বলা হয়। যার অর্থ ঃ আলো। কুরআন মাজীদ মূর্খতা, গোঁড়ামী এবং ভ্রষ্টতার আঁধারে প্রকাশ্য আলোর কাজ করে।

৭. হুদা ঃ কুরআন মাজীদকে هُدًى (হুদা) ও বলা হয়। তার অর্থ হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনকারী। হুদা শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যা কর্তৃবাচক শব্দের অর্থ প্রদান করে। এর অর্থ পথপ্রদর্শক। এ পথপ্রদর্শনের ফল এই যে, কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদের পথপ্রদর্শন সবার জন্য, তবে তা থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা বিশ্বাসী এবং মুত্তাকীরা লাভ করে।

৮. রহমত ঃ কুরআন মাজীদ এর এক নাম 'রহমত' ও। যার অর্থ ঃ বরকত, দয়া ও ভালবাসা। মানবতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, কুফরী ও শিরকের অন্ধকারে ডুবন্ত ছিল। এ অবস্থায় কুরআন-মাজীদ রহমত হয়ে নাযিল হয়েছে ক্ষতি ও উদ্দেশ্যহীনতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলায় কুরআন মাজীদ মানুষকে নিজ রহমতের দ্বারা আবৃত করে নেয় এবং রহমত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য জীবন-যাপন, সামাজিক ও চারিত্রিক লক্ষ্যহীনতাকে অপসারণ করে এক বিরাট বিপ্লব সাধন করে।

banglainternet.com

৯. আল-ফুরকান ঃ কুরআন মাজীদ কে فُرْقَانٌ (ফুরকান) ও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বাণী। কুরআন মাজীদকে 'ফুরকান' বলার এও একটা কারণ যে, কঠিন পরিবর্তন আগেকার আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষাকে আলাদা করে দিয়েছে। সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ ও শিরকের মাঝে উপযুক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য চিঠি প্রেরণ করেছেন ;

১০. শিফা ঃ কুরআন মাজীদ এর অপর একক নাম 'শিফা' ও। যার অর্থ সুস্থতা লাভ; বা নিরাময়। কুরআন মাজীদ রূহ ছাড়াও শরীরের জন্যও মহৌষধ। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক প্রভাব বিদ্যমান। লাখ-লাখ, কোটি-কোটি, রোগ ব্যাধি এর কিছু কিছু আয়াত ও কিছু কিছু সূরা তিলাওয়াত করে নিরাময় লাভ করা যায়। যেমন– খবর ও রিসালাহর মধ্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে কিছু দিন আগে এক রোগী চিকিৎসার্থে লন্ডন গিয়েছে ডাক্তারগণ তার রোগকে আরোগ্য হবার নয় হিসেবে স্থির করে। তিনি সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করা শুরু করেন এবং কিছু দিনে সুস্থতা লাভ করেন। যখন ডাক্তারগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন এটা কুরআন মাজীদে সূরা ইয়াসীন-এর বরকত। একথা শুনে সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দেয়া পানি। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয় এবং এতে আরোগ্য ও নিরাময়ের জীবাণু পাওয়া যায়। এ মুজিযা দেখে লন্ডনের বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআন মাজীদের আয়াত ও দুয়া পড়ে ফুঁক দেয়া নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে।

১১. মাওয়িজাহ ঃ কুরআন মাজীদকে 'মাওয়িজাহ' নামও অভিহিত করা হয়। যার অর্থ উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ। কুরআন মাজীদ এক দিকে সকল মানুষের জন্য সত্য দ্বীনের গুণাবলী পরিষ্কার রয়েছে। অপর দিকে পরহেযগারের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত ও উপদেশ। হেদায়াত ও উপদেশ এর পদ্ধতি যৌক্তিক, যে জিনিস পথ প্রদর্শন করে এ জিনিস পথের বিপদ সম্পর্কেও সাবধান বাণী শোনায়। 'মাওয়িজাহ' অর্থ হলো, আমলের ভাল-মন্দের ফল সম্পর্কে এ খবর দেয়া যে, হৃদয়ের অবস্থা বদল হবে।

শাব্দিকভাবে وَعْظٌ শব্দের অর্থ হুকুম বা নির্দেশ দেয়া এবং (খারাপ কাজ থেকে) বিরত রাখা। কুরআন ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ ও ভুল কাজের ফল সম্পর্কে সতর্ক করে এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

১২. যিকর ঃ কুরআন মাজীদকে যিকরও বলা হয়। এর অর্থ 'স্মরণ'। 'যিকর' তাকে বলে যা মগজে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যে, বিস্মিত না হয় এবং স্মরণে থাকে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের সংরক্ষণ এ পরিমাণ করেন যে, তা মানুষের বুকের মধ্যে মাহফুজ করে দেন।

পৃথিবীর মাঝে ইহা একমাত্র গ্রন্থ যাকে মানুষ মুখস্ত করে। আজ পর্যন্ত অগণিত বয়স্ক ও বাচ্চাদের স্মৃতির পর্দায় অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কুরআনের কপিতে এক বর্ণেরও অদল-বদল হয় নি। 'তাজ' এর লেখক আল্লামা ইবন মুকাররাম লিখেন, 'যে গ্রন্থে ধর্মীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং জাতিসমূহের আইন কানুনের বর্ণনা রয়েছে তাকে 'যিকর' বলে। কুরআন মাজীদে দ্বীনের বর্ণনা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এজন্য তাকে 'যিকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৩. মুবারক ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকান হামীদকে 'মুবারক কিতাব' নামেও অভিহিত করা হয়। যার অর্থ বরকতময় কিতাব। বরকত এর অর্থের মধ্যে কল্যাণ, অধিক, বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে গ্রন্থ সঠিক পথ ও হেদায়েত-এর উৎস, বিজ্ঞান ও হিকমতের উৎসস্থল দ্বীনী বর্ণনার তালিকা, আত্মিক ও দৈহিকরোগের মহৌষধ, রোগের উপশম পড়ার উপদেশ, নসীহত এবং শিক্ষা লাভের জন্য চূড়ান্ত প্রকারের সহজ ও আসান। যার ওপর আমল করার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে সফলতার সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়, তা হলো নিশ্চিতভাবেই 'মুবারক' উপাধিধারী গ্রন্থ কুরআন মাজীদ।

banglainternet.com

১৪. আলী ঃ আরবি ভাষার একটি প্রবাদ রয়েছে– كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ অর্থাৎ 'বাদশাহর কথা, কথার বাদশাহ' হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক বাদশাহগণের বাদশাহ। তাই তার বাণীও বালাগাত ফাসাহাত, ওয়াজ ও নসীহত, কবিতা ও তারতীব, সহজ সরল বর্ণনা ও এজাজ এবং সকল প্রকারের সৌন্দর্যের ভিত্তিতে সকল কালামের থেকে সুউচ্চ বা আলী।

১৫. হিকমত ঃ কুরআন মাজীদকে 'হিকমত' নামেও অভিহিত করা হয় হিকমত বলতে সাধারণত বিজ্ঞতার বর্ণনাকে বলে, যাতে তার বুঝের মধ্যে শক্তি, ফায়সালা, ন্যায়বিচার, সুন্দর এবং সুসম্পর্ক বিদ্যমান। কুরআনে হাকীমকে 'হিকমতে বালিগা' বলা হয়। কেননা ইহা মানুষের সকল ফায়সালা, এ সকল সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচারের স্থলে পৌছায়, যা তার মনযিল। হিকমতের মধ্যে শক্তির উপাদানও বিদ্যমান এবং ইসলামী উপাদান রাষ্ট্রীয় আইন কানুনকে এক প্রজ্ঞাময় বিধানে পরিণত করে।

১৬. হাকীম ঃ কিতাবে হাকীম অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় কিতাব, হাকীম যদি হিকমত ওয়ালা কিতাবের অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটবে। আর যদি হাকীম মুহকাম (মজবুত, টেকসই এবং শক্ত) অর্থে হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এ গ্রন্থ যার মধ্যে বৈধ-অবৈধ, হদ্দ এবং বিধান মজবুতভাবে রয়েছে। এর মধ্যে কখনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না এবং যা ভুল এ বৈপরীত্য থেকে পবিত্র গ্রন্থ, একে কিতাবে হাকীম বলা হয়। কুরআন মাজীদ যেহেতু সকল উত্তম গুণে গুণান্বিত। তাই একে 'কিতাবে হাকীম' বলা হয়।

১৭. মুহাইমিন ঃ মুহাইমিন শব্দের অর্থ– পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক ও সাক্ষ্য প্রদানকারী। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের সাথে কুরআন মাজীদের পার্থক্য এই যে, এ গ্রন্থ সেগুলোর জন্য সংরক্ষক এবং সাক্ষ্যদাতা। আগেকার আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেহেতু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, সে জন্য অবিকৃত কুরআন মাজীদ সেগুলোর মধ্যে ফায়সালা প্রদানকারী কিতাব।

১৮. হাবলুল্লাহ ঃ হাবলুল্লাহ (حَبْلُ اللّٰهِ) শব্দের অর্থ আল্লাহর রশি বা রজ্জু যে কুরআন মাজীদকে শক্ত করে ধারণ এবং এর ওপর আমল করতে শুরু করে। যে হেদায়াত পাবে এবং তার আল্লাহ তায়ালার মারেফাত অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া আখিরাতের সফলতাও লাভ হবে। আল কুরআন এ জন্য হাবলুল্লাহ। যেহেতু এ কিতাব আল্লাহ তায়ালার মারিফাত পর্যন্ত পৌছানোর কিতাব।

১৯. সিরাতুল মুস্তাকীম ঃ সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থ 'সোজা পথ'। কুরআন মাজীদ এমন এক সোজা পথ যা বেহেশত পর্যন্ত যায়, এর মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি নেই। নিঃসন্দেহে যে কুরআনের বিধানাবলীর ওপর আমল করে সে সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২০. আল কাইয়্যিম ঃ কুরআন মাজীদকে 'কাইয়্যিম নামেও অভিহিত করা হয়। যার অর্থ সোজা ও স্বচ্ছ হওয়া। কুরআন মাজীদ মিথ্যা, ব্যভিচার, গীবত, চোগলখুরী এবং সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন জীনবযাপনের নির্দেশ দেয়। এ কারণে একে اَلْكِتَابُ الْقَيِّمُ - 'আল-কিতাবুল কাইয়্যিম' বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ কিতাব এবং এটাই একমাত্র কিতাব যা যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া নিজে নিজেই মওজুদ ও সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন একটি শব্দেরও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি। ইহা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত। স্বয়ং কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদে পরিষ্কারভাবে আছে যে, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। শুধু শব্দাবলীই নয় বরং এর উচ্চারণ এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা এর জিম্মাদারীও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন।

banglainternet.com

জগতের কোন ভাষায় এমন কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই, যা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের দিক থেকে কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। এ মুজিযাপূর্ণ মর্যাদা শুধু কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ এ মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ

কুরআন মাজীদ খণ্ডাকারে নাযিল হয়েছে, হুযূরে (সাঃ) একে লিখিয়ে নিতেন এবং সাহাবীগণ এর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সাহাবীগণ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ শুধু মুখস্থই করতেন তা নয় বরং যারা লেখা-পড়া জানতেন তারা লিখে হিফাযত করে রাখতেন। স্বয়ং দুজাহানের বাদশাহ নবী করীম (সাঃ) নাযিলকৃত আয়াতের লিখনির নির্দেশ দিতেন যে, ইহা অমুক সূরার আয়াত এবং এ অংশ অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের আগে লেখ। এভাবে যখনই কোন আয়াত নাযিল হত তখনই একই দিনের মধ্যে এর অনেক হাফিজ হয়ে যেতেন এবং লিখিত কপিও তৈরি হয়ে যেত।

যদি কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ একবারে নাযিল হতো অথবা লিখিত গ্রন্থাকারে অথবা তক্তির আকারে আসত তাহলে এর হেফাজত এরূপ হতো না, যেরূপ আজ আছে। কে সমস্ত কুরআন মাজীদ একদিনে মুখস্থ করত? এবং কে এক দিনে বিভিন্ন কপি তৈরি করত? অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের পর আর কোন কিতাব নাযিল করবেন না এবং রাসূল (সাঃ) এরপর আর কোন নবী আসবেন না। এজন্য কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে নাযিল করতে মুখস্থ করতে এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত রাখতে অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নামাজের মধ্যে কুরআন মাজীদের অংশ পড়া বাধ্যতামূলক ও আবশ্যক করে দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সাহাবীগণের এ রকম আগ্রহ ছিল যে, যে পরিমাণ কুরআন মাজীদ নাযিল হতো, তা নিজে নামাযের মধ্যে বারবার পড়তেন। শুধু পুরুষই নয়; মহিলা সাহাবীগণও কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে মুখস্থ করতেন। যিনি লেখা-পড়া জানতেন তিনি তা লিখে রাখতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় পূর্ণ কুরআন মাজীদ লিখিত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর একে এক গ্রন্থাকারে সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এ দুঃস কাজ হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে করা হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালেও কুরআনে মাজীদ এর বহু কপি লেখা হয় এবং হযরত উসমান গণী (রা) কুরআন মাজীদের নতুন বিন্যাস করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃত কপিগুলোকে দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলোতে পৌছান। এক কপি মদীনা মুনাওয়ারায় রাখেন এবং বাকী কপিগুলো মক্কা মুকাররমা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, ইয়ামন এবং বাহরাইনে পাঠান।

কুরআন মাজীদ পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। আরবি ভাষায় নাযিল হয়। তারা আরবি ভাষা জানতেন। এজন্য ইরাবের (যের, যবর, পেশ) প্রয়োজন হতো না। অথচ এরপর ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনারবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন, যেহেতু আরবীরা আরবি কম জানতেন এবং কুরআনে ইরাব (যের, যবর, পেশ)ও ছিল না এজন্য কুরআন তিলাওয়াতের সময় ইরাবের ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরীতে কুরআন শরীফে ইরাব বা হরকত সন্নিবেশ করেন। এভাবে পবিত্র কুরআন বর্তমান আকৃতি লাভ করে।

কুরআনের বিন্যাস : কুরআন মাজীদে – ১১৪টি সূরা – ৬৬৬৬টি আয়াত– ৩০ পারা– ৭ মঞ্জিল– ৬০ হিযব – ৫৪০ রুকু, এভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

সূরাগুলো নাযিলের ধারা

এখন কুরআন মাজীদ এর সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার হিসাব অনুযায়ী, স্থান-কাল এজন্য উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকগণ এ কথা সহজেই বুঝতে পারেন যে, সূরাগুলো কোন ধারা অনুযায়ী নাযিল হয়েছে এবং কোন নির্দেশ ও নিষেধগুলো প্রথমে নাযিল হয়েছে এবং কোনগুলো পরে। পরের পাতাগুলোতে এ সংক্রান্ত ছক দেয়া হলো–

banglainternet.com

সূরা নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়	অবতীর্ণের স্থান
আলাক	১	৯৬	১৯	হিজরতের পূর্বে	মক্কা
মুদ্দাচ্ছির	২	৭৪	৫৬	ঐ	ঐ
মুজ্জাম্মিল	৩	৭৩	২০	ঐ	ঐ
দুহা	৪	৯৩	১১	ঐ	ঐ
ইনশিরাহ	৫	৯৪	৮	ঐ	ঐ
ফালাক	৬	১১৩	৫	ঐ	ঐ
নাস	৭	১১৪	৬	ঐ	ঐ
ফাতিহা	৮	১	৭	ঐ	ঐ
কাফিরুন	৯	১০৯	৬	ঐ	ঐ
ইখলাস	১০	১১২	৪	ঐ	ঐ
লাহাব	১১	১১১	৫	ঐ	ঐ
কাওছার	১২	১০৮	৩	ঐ	ঐ
হুমাযাহ	১৩	১০৪	৯	ঐ	ঐ
মাউন	১৪	১০৭	৭	ঐ	ঐ
তাকাসুর	১৫	১০২	৮	ঐ	ঐ
লাইল	১৬	৯২	২১	ঐ	ঐ
কলম	১৭	৬৮	৫২	ঐ	ঐ
বালাদ	১৮	৯০	২০	ঐ	ঐ
ফীল	১৯	১০৫	৫	ঐ	ঐ
কুরাইশ	২০	১০৬	৪	ঐ	ঐ
ক্বদর	২১	৯৭	৫	ঐ	ঐ
ত্বারিক	২২	৮৬	১৭	ঐ	ঐ
শামস	২৩	৯১	১৫	ঐ	ঐ
আবাসা	২৪	৮০	৪২	ঐ	ঐ
আলা	২৫	৮৭	১৯	ঐ	ঐ
ত্বীন	২৬	৯৫	৮	ঐ	ঐ
আসর	২৭	১০৩	৩	ঐ	ঐ
বরুজ	২৮	৮৫	২২	ঐ	ঐ
কারিয়াহ	২৯	১০১	১১	ঐ	ঐ
যিলযাল	৩০	৯৯	৮	ঐ	ঐ
ইনফিতার	৩১	৮২	১৯	ঐ	ঐ
তাকভীর	৩২	৮১	২৯	ঐ	ঐ

banglainternet.com

সূরা নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়	অবতীর্ণের স্থান
ইনশিকাক	৩৩	৮৪	২৫	হিজরতেরপূর্বে	মক্কা
আদিয়াত	৩৪	১০০	১১	ঐ	ঐ
নাযিয়াত	৩৫	৭৯	৪৬	ঐ	ঐ
মুরসালাত	৩৬	৭৭	৫০	ঐ	ঐ
নাবা	৩৭	৭৮	৪০	ঐ	ঐ
গাশিয়াহ	৩৮	৮৮	২৬	ঐ	ঐ
ফজর	৩৯	৮৯	৩০	ঐ	ঐ
কিয়ামাহ	৪০	৭৫	৪০	ঐ	ঐ
তাতফীফ	৪১	৮৩	৩৬	ঐ	ঐ
হাক্কাহ	৪২	৬৯	৫২	ঐ	ঐ
যারিয়াত	৪৩	৫১	৬০	ঐ	ঐ
তুর	৪৪	৫২	৪৯	ঐ	ঐ
ওয়াকিয়াহ	৪৫	৫৬	৯৬	ঐ	ঐ
নাজম	৪৬	৫৩	৬২	ঐ	ঐ
মায়ারিজ	৪৭	৭০	৪৪	ঐ	ঐ
রাহমান	৪৮	৫৫	৭৮	ঐ	ঐ
কামার	৪৯	৫৪	৫৫	ঐ	ঐ
ছাফফাত	৫০	৩৭	১৮২	ঐ	ঐ
নূহ	৫১	৭১	২৮	ঐ	ঐ
দাহর	৫২	৭৬	৩১	ঐ	ঐ
দুখান	৫২	৪৪	৫৯	ঐ	ঐ
ক্বাফ	৫৪	৫০	৪৫	ঐ	ঐ
ত্বহা	৫৫	২০	১৩৫	ঐ	ঐ
শুয়ারা	৫৬	২৬	২২৭	ঐ	ঐ
হিজর	৫৭	১৫	৯৯	ঐ	ঐ
মারইয়াম	৫৮	১৯	৯৮	ঐ	ঐ
ছোয়াদ	৫৯	৩৮	৮৮	ঐ	ঐ
ইয়াসীন	৬০	৩৬	৮৩	ঐ	ঐ
যুখরুফ	৬১	৪৩	৮৯	ঐ	ঐ
জ্বিন	৬২	৭২	২৮	ঐ	ঐ
মুলক	৬৩	৬৭	৩০	ঐ	ঐ

banglainternet.com

সূরা রনাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়	অবতীর্ণের স্থান
মুমিনূন	৬৪	২৩	১১৮	হিজরতেরপূর্বে	মক্কা
আম্বিয়া	৬৫	২১	১১২	ঐ	ঐ
ফুরকান	৬৬	২৫	৭৭	ঐ	ঐ
বনী ইসরাঈল	৬৭	১৭	১১১	ঐ	ঐ
নামল	৬৮	২৭	৯৩	ঐ	ঐ
কাহফ	৬৯	১৮	১১০	ঐ	ঐ
সাজদাহ	৭০	৩২	৩০	ঐ	ঐ
হামীম সাজদাহ	৭১	৪১	৫৪	ঐ	ঐ
জাছিয়াহ	৭২	৪৫	৩৭	ঐ	ঐ
নাহল	৭৩	১৬	১২৮	ঐ	ঐ
রূম	৭৪	৩০	৬০	ঐ	ঐ
হুদ	৭৫	১১	১২৩	ঐ	ঐ
ইবরাহীম	৭৬	১৪	৫২	ঐ	ঐ
ইউসুফ	৭৭	১২	১১১	ঐ	ঐ
মুমিন	৭৮	৪০	৮৫	ঐ	ঐ
কাসাস	৭৯	২৮	৮৮	ঐ	ঐ
যুমার	৮০	৩৯	৭৫	ঐ	ঐ
আনকাবুত	৮১	২৯	৬৯	ঐ	ঐ
লুকমান	৮২	৩১	৩৪	ঐ	ঐ
শুরা	৮৩	৪২	৫৩	ঐ	ঐ
ইউনুস	৮৪	১০	১০৯	ঐ	ঐ
সাবা	৮৫	৩৪	৫৪	ঐ	ঐ
ফাতির	৮৬	৩৫	৪৫	ঐ	ঐ
আরাফ	৮৭	৭	২০৬	ঐ	ঐ
আহকাফ	৮৮	৪৬	৩৫	ঐ	ঐ
আনআম	৮৯	৬	১৬৬	ঐ	ঐ
রায়াদ	৯০	১৩	৪৩	ঐ	ঐ
বাকারা	৯১	২	২৮৬	হিজরতেরপরে	মদীনা
বাইয়িনাহ	৯২	৯৮	৮	ঐ	ঐ
তাগাবুন	৯৩	৬৪	১৮	ঐ	ঐ
জুমুয়াহ	৯৪	৬২	১১	ঐ	ঐ

banglainternet.com

সূরা নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়	অবতীর্ণের স্থান
আনফাল	৯৫	৮	৭৫	হিজরতেরপরে	মদীনা
মুহাম্মাদ	৯৬	৪৭	৩৮	ঐ	ঐ
আলে ইমরান	৯৭	৩	২০০	ঐ	ঐ
ছফ	৯৮	৬১	১৪	ঐ	ঐ
হাদীদ	৯৯	৫৭	২৯	ঐ	ঐ
নিসা	১০০	৪	১৭৭	ঐ	ঐ
তালাক	১০১	৬৫	১২	ঐ	ঐ
হাশর	১০২	৫৯	২৪	ঐ	ঐ
আহযাব	১০৩	৩৩	৭৩	ঐ	ঐ
মুনাফিকুন	১০৪	৬৩	১১	ঐ	ঐ
নূর	১০৫	২৪	৬৪	ঐ	ঐ
মুজাদালাহ	১০৬	৫৮	২২	ঐ	ঐ
হাজ্জ	১০৭	২২	৭৮	ঐ	ঐ
ফাতাহ	১০৮	৪৮	২৯	ঐ	ঐ
তাহরীম	১০৯	৬৬	১২	ঐ	ঐ
মুমতাহিনা	১১০	৬০	১৩	ঐ	ঐ
নাছর	১১১	১১০	৩	ঐ	ঐ
হুজুরাত	১১২	৪৯	১৮	ঐ	ঐ
তাওবাহ	১১৩	৯	১২৯	ঐ	ঐ
মায়িদাহ	১১৪	৫	১২০	ঐ	ঐ

নোট ঃ কিছু কিছু সূরা নাযিলের স্থানকালের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে সেগুলো মক্কায়, কারো কারো মতে মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ মত পার্থক্যের মূল কারণ এই যে, ঐ সকল সূরার কিছু অংশ হিজরতের আগে এবং অপর অংশ হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। মত পার্থক্যের কারণ এটাই।

কতিপয় পরিভাষা

আল-কুরআন ঃ কুরআন আরবি ভাষার একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ- পাঠ করা। পড়া বিনি জানেন তার ক্ষেত্রেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে এ নামে অভিহিত করেছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ নাম বিধৃত হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআন মাজীদের আরো ৮৫টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন- আল বায়ান, আল-বুরহান, আযযিকর, তিবইয়ান ইত্যাদি। এ নামও কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

সূরাহ ঃ সূরাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ পরিবেষ্টিত উদ্যান এবং নগর। কুরআন মাজীদ তার ১১৪টি আলাদা আলাদা অংশের জন্য এ নাম নির্দিষ্ট করেছেন। এ পরিভাষা স্বয়ং কুরআন মাজীদই নির্ধারণ করেছেন। কোন মানুষ কুরআন মাজীদের সূরার জন্য এ নাম নির্বাচন করে নি। এ নাম ২নং সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে বিধৃত হয়েছে।

banglainternet.com

আয়াত : আয়াত এর শাব্দিক অর্থ পতাকা, বিশেষ চিহ্ন। এগুলো কুরআন মাজীদের একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নামও স্বয়ং কুরআন মাজীদ নিজের জন্য ব্যবহার করেছে। ‌ايه শব্দের বহুবচন ايات আসে। কুরআনে স্বয়ং নিজের জন্য সূরা মুহাম্মাদের ২০ নং আয়াতে এবং সূরা আনকাবুতের ৪৯ নং আয়াতে আয়াত শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এ তিনটি পরিভাষাই আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ব্যবহার করেছেন। ছোট অংশের জন্য 'আয়াত'। পূর্ণ অংশের সম্বোধনের জন্য 'সূরা' এবং পূর্ণ কিতাবের জন্য 'কুরআন' মাজীদ শব্দ স্বয়ং রাব্বুল [illegible] বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোন মানুষের মেধা, মগজ, বা চিন্তা-ভাবনার কোন অন্তর্ভুক্তি এর মধ্যে নেই।

ওহী : ওহী নাযিলের শুরু হয় রমযান মাসে রাসূল (সাঃ)-এর জন্মের ৪১ সাল মুতাবিক ৬১০ ইংরেজী মাসিকের পর রাসূল (সাঃ) মক্কা মুকাররমার খানায়ে কাবার তিন মাইল দূরে ওয়াদী মুহাস্‌সার এর পাহাড়ের গুহায় মুরাকাবায় মশগুল ছিলেন, যাকে তখন গারে হিরা বলা হয়। আজ সকলে 'জাবালে নূর' বা নূর পর্বত বলে। বর্তমানে 'মুহাসসার' উপত্যকায় বড় বড় মহল্লা তৈরি হচ্ছে এবং এ উপত্যকাকে 'মুয়াবাদা' বলা হয়।

প্রথমে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলো হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এরপর বিভিন্ন সময়ে সামান্য সামান্য করে নাযিল হতে থাকে। কখনো কোন সূরা পূর্ণও নাযিল হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই কিছু কিছু অংশ নাযিল হতে থাকে এবং হুযূর (সাঃ) মহান প্রভুর নির্দেশনা মোতাবেক এ নাযিলকৃত আয়াতগুলো সূরার মধ্যে তারতীব অনুসারে বিন্যাস করে লিখিয়ে নেন। এমনকি সর্বশেষ অহী আরাফার ময়দানে সন্ধ্যার সময় শুক্রবারে ৯ যিলহজ্জ ১০ম হিজরী মুতাবিক ৬৩২ ঈসায়ীতে নাযিল হয়। এ সর্বশেষ ওহী সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত। এভাবে পূর্ণ কুরআন মাজীদের নাযিলের পূর্ণ ২২ বছর ২ মাস সময় লাগে। যেহেতু রাসূল (সাঃ) ৫৪ বছর বয়সে মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ার দিকে হিজরত করেন এবং সেখানে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এজন্য কুরআন নাযিলের সময় দু অংশে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম মাক্কী এবং দ্বিতীয় মাদানী।

মাক্কী দাওর : জন্মের ৪১ বছরের রমযান মাস থেকে জন্মের ৫৪ বছরের রবিউল আওয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছর ৫ মাস সময়ে কুরআনের যে অংশ নাযিল হয় তাকে মাক্কী বলা হয়। মক্কা মুকাররমায় সর্ব প্রথম সূরা আলাক এবং সর্বশেষ সূরা মুতাফফিফীন নাযিল হয়।

মাদানী দাওর : ৫৪ জন্ম সালের রবিউল আউয়াল থেকে (যে সময় হুজুর (সাঃ) এর বয়স ৫৪ বছর ছিল) ৬৩ জন্ম বর্ষের নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ বছর ৯ মাস যে আয়াত বা সূরাগুলো নাযিল হয় তাকে মাদানী বলা হয়।

এভাবে পূর্ণ কুরআন শরীফের ১১৪ সূরার মধ্যে ৯৩টি সূরা মাক্কী এবং ২১টি মাদানী। মদীনায় প্রথম সূরা বাকারা নাযিল হয় এবং সর্বশেষ সূরা নাসর নাযিল হয়।

মানযিল : কুরআন মাজীদে বর্তমানে সাতটি মঞ্জিল-এর চিহ্ন প্রান্ত সীমায় দেখা যায়। এ বিভক্তি হযরত উসমান (রা)-এর সাপ্তাহিক তিলাওয়াত করার চিহ্ন থেকে তৈরী করা হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান গণী (রা) সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এ ভাগ নিম্নলিখিত নিয়মে–

শনিবার ১ম মঞ্জিল সূরা ফাতিহা হতে সূরা নিসা

রোববার ২য় মঞ্জিল সূরা মায়িদা হতে সূরা তাওবাহ

সোমবার ৩য় মঞ্জিল সূরা ইউনুস হতে সূরা নাহল

মঙ্গলবার ৪র্থ মঞ্জিল সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা ফুরকান

বুধবার ৫ম মঞ্জিল সূরা শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন

বৃহস্পতিবার ৬ষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ছফফাত হতে সূরা হুজুরাত

শুক্রবার ৭ম মঞ্জিল সূরা কাফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত।

banglainternet.com

পারা ঃ সাহাবীগণের সময় এক মাসে একবার খতম করার জন্য কুরআনকে পারায় ভাগ করেন। যদি প্রতিদিন এক পারা পাঠ করা হয় তা হলে ত্রিশ দিনে পূর্ণ খতম করা যায়। একে জুয বা পারা বলা হয়। ইহা কাছাকাছি সংখ্যক আয়াতকে গণনা করে বানানো হয়েছে। এরপর প্রত্যেক পারাকে কাছাকাছি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তার নাম দেয়া হয়েছে হিজব (حِزْب) এভাবে কুরআন মাজীদে ত্রিশ পারা (জুয) এবং ষাট হিজব রয়েছে। প্রত্যেক পারাকেও ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ এ শব্দগুলো প্রান্তে পাওয়া যায়। যার অর্থ পারার এতটুকু পর্যন্ত অংশ আপনি তিলাওয়াত করেছেন। যদি আপনি এক চতুর্থাংশে পর্যন্ত পৌছেন তাহলে দাঁড়ালো আপনি এক পারার চার অংশের এক অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি আপনি অর্ধেক পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে বুঝা গেল আপনি চার অংশের দুই অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে বুঝা গেল আপনি চার অংশের তিন অংশ তিলাওয়াত করেছেন আর মাত্র এক অংশ বাকী থাকলো।

তাবেয়ীগণের (র) সময় পাঁচ আয়াত পরপর চিহ্ন দেয়া হয়েছিল এবং একে 'খুমাসী' নাম দেয়া হয়। কেউ আবার ১০ আয়াত পরপর চিহ্ন দিয়েছে, তারা 'আশারিয়াত' নাম দিয়েছেন। অতঃপর পাক ভারতের হাফিজগণ নিজেদের কপির ওপর রুকুর চিহ্ন যুক্ত করেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, রমজানে তারাবীহ নামায পড়ার সময় একক রাকআতে এ পরিমাণ আয়াত তিলাওয়াত করবেন। এভাবে রমযান মাসের সাতাশ রাতের প্রতি রাতে বিশ রাকআত করে সম্পূর্ণ ৫৪০ রুকু হলো।

হুরূফে মুকাত্তায়াত ঃ কুরআন মাজীদের ২৯ সূরার প্রথমে একক বর্ণমালা রয়েছে যাকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন হরফ বলা হয়। যেমন– الٓمٓ . حم . الٓر . كهيعص ইত্যাদি।

এগুলোকে এককভাবেই পাঠ করা হয়। এ সকল একক অক্ষর আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল এর মাঝে ইঙ্গিত ছিল।

ওয়াকফের চিহ্ন ঃ প্রত্যেক ভাষাভাষি যখন কথা বলে তখন কোথাও একটুও থামে না, কোথাও কম থামে, কোথাও বেশি থামে। এ ধরনের থামা না থামার বিবরণ সঠিকভাবে করা এবং তা সঠিকভাবে বুঝার প্রয়োজন আছে। কুরআন মাজীদের বাণী কথাবার্তার অনুরূপ, এজন্য অভিজ্ঞ লোকেরা এতে থামা না থামার চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকে কুরআন মাজীদের থামার চিহ্ন বলা হয়।

কুরআন মাজীদ পাঠ কারীদের এসকল চিহ্ন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা প্রয়োজন।

ه ঃ যেখানে বক্তব্য পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে ছোট একটা বৃত্ত লেখা থাকে। এটা মূলতঃ গোল (ة) এবং ইহা পূর্ণ ওয়াকফের চিহ্ন অর্থাৎ এখানে থামা দরকার। এখন ة লেখা হয় না বরং ছোট একটু বৃত্ত রাখা হয়, এ চিহ্নকে আয়াতের চিহ্ন বলা হয়।

م ঃ ইহা ওয়াক্ফ লাযিমের চিহ্ন। এখানে অবশ্যই থামতে হবে। যদি না থামে তাহলে অর্থ এদিক সেদিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর উদাহরণ বাংলায় যদি উপলব্ধি চান তাহলে ধরুন, কাউকে বলা হলো। উঠ, বসো না। যাতে উঠার আদেশ এবং বসতে বারণ করা হয়েছে, এখানে 'উঠ' এরপর থামা জরুরী। যদি এখানে না থামা হয় তাহলে উঠ বসো না, যার মধ্যে উঠা বসা উভয়টিকেই বারণ করা হয়েছে (যেন ডাক্তারের নিষেধ) অথচ এটা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এরূপভাবে কুরআন শরীফ ওয়াকফে লাযিম এর স্থলে না থামলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যাধিক।

banglainternet.com

ط : ওয়াকফে মুতলাক এর চিহ্ন। এখানে থামা উচিত, তবে এ চিহ্ন ঐ স্থানে বসে যেখানে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় নি এবং আরো কিছু বলতে চাচ্ছেন বলে মনে হয়।

ج : ওয়াকফে জায়েয এর চিহ্ন। অর্থাৎ এ স্থানে থামা ভাল এবং না থামাও বৈধ আছে।

ز : ওয়াকফে মুজাওয়াজ এর আলামত। এখানে না থামা উচিত।

ص : ওয়াকফে মুরাখখাস এর আলামত বা চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিত, তবে যদি কেউ হঠাৎ করে থেমে যায়, তাহলে যায়েয আছে। এর ওপর মিলিয়ে পড়া ز এর চেয়েও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

صلے : 'আল অসলো আওলা' এর সংক্ষিপ্তরূপ,এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

ق : قِيْلَ عَلَيْهِ الْوَقْفُ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। (দুর্বল কওল অনুযায়ী) এখানে থামা উচিত।

صِلْ : কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয় তার চিহ্ন। এখানে থামা না থামা উভয়টি বৈধ, তবে থামা ভালো।

قِفْ এর অর্থ থামো। এ চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের না থামার সম্ভাবনা রয়েছে।

س : (سكت) সাকতার চিহ্ন। এখানে কিছুটা থামতে হবে, তবে শ্বাস বাকী রাখতে হবে।

وَقْفَ : দীর্ঘ সাকতার আলামত। এখানে সাকতার অধিক থামা আবশ্যক, তবে শ্বাস ত্যাগ করা যাবে না। সাকতা এবং ওয়াকফের মধ্যে এ পার্থক্য আছে যে সাকতার মধ্যে কম পরিমাণ থামতে হবে এবং শ্বাস বাকী রাখতে হবে। ওয়াকফের মধ্যে বেশি থামতে হবে এবং নিঃশ্বাসও ছেড়ে দিবে।

لا : لا এর অর্থ নাই। ইহা কখনো কখনো ওয়াকফের আলামতের ওপর আবার কখনো কখনো ইবারতের মধ্যেও বসে। ইবারতের মধ্যে বসলে কখনো থামা যাবে না। আয়াতের আলামতের ওপর বসলে থামা না থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন থামা ভাল, কারো মতে না থামা ভাল। তবে থামা না থামার মধ্যে আসলে কোন সমস্যা নেই।

ك : كَذٰلِكَ এর চিহ্ন। অর্থাৎ ঐরূপ। অর্থাৎ যে আলামত পূর্বে গিয়েছে, এখানেও সেই আলামত বুঝতে হবে।

অনুবাদকের নোট : ওয়াকফের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এসেছেন আমার উস্তাদজী মাওঃ এ, কে, এম, শাহজাহান। যিনি তালীমুল কুরআনের কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তাদ এবং টিভি চ্যানেল ATN এর নিয়মিত শিক্ষক। তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হলো–

ওয়াকফ চিহ্নকে দায়েরা বলে। لا * * ق قف صلى ص ج ط م * *

দায়েরার ওপর মীম থাকলে শুধু মীম থাকলে ওয়াকফ করতেই হবে, তাই তাকে ওয়াকফ লাযিম বলে। ত্ব জীম যা সোয়াদ, সেলে, কিফ, ক্বফ, দায়েরার ওপর লাম আলিফ থাকলে শুধু দায়েরা থাকলে ওয়াকফ করা না করা উভয়টা চলে। শুধু লাম আলিফ থাকলে ওয়াকফ করা নিষেধ।[১]

banglainternet.com

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ঃ

১. বাক্যের সংখ্যা ঃ ৮৬,৪৩০ (ছিয়াশি হাজার চারশত ত্রিশ)

২. অক্ষর সংখ্যা ঃ ৩২৩৭৬০

৩. পারার সংখ্যা ঃ ৩০

৪. মনজিল সংখ্যা ঃ ০৭

৫. সূরা সংখ্যা ঃ ১১৪

৬. রুকু সংখ্যা ঃ ৫৪০

৭. আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৬৬৬

৮. ফাতহা (যবর) সংখ্যা ঃ ৫৩২২৩

৯. কাসরা (যের) সংখ্যা ঃ ৩৯৫৮২

১০. দম্মা (পেশ) সংখ্যা ঃ ৮৮০৪

১১. মদ্দ সংখ্যা ঃ ১৭৭১

১২. তাশদীদ সংখ্যা ঃ ১২৭৪

১৩. নুকতা সংখ্যা ঃ ১০৫৬৮৪

আয়াতের প্রকারভেদ ঃ

ওয়াদার আয়াত ১০০০ (এক হাজার)

ওয়ায়ীদ (শাস্তির) আয়াত ১০০০ (এক হাজার)

নিষেধের আয়াত ১০০০ (এক হাজার)

দৃষ্টান্তের আয়াত ১০০০ (এক হাজার)

কাহিনীর আয়াত ১০০০ (এক হাজার)

হালালের আয়াত ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)

নিষিদ্ধের আয়াত ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)

তাসবীহের আয়াত ১০০ (একশত)

বিভিন্ন প্রকারের আয়াত ৬৬ (ছেষট্টি)

নাযিলের সময়কাল ২২ বছর ৫ মাস

ওহী লেখক সাহাবীর সংখ্যা ৪০ জন।

প্রথম ওহী ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (৯৬ নং সূরা আলাক ১-৫ নং আয়াত)

সর্বশেষ ওহী وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ (২ নং সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত)

banglainternet.com

অথবা ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (৫নং সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত)

মনজিল এর বিভাগ ঃ

১ম	মনজিল	সূরা	ফাতিহা	থেকে	সূরা	নিসা
২য়	"	"	মায়িদা	"	"	তাওবা
৩য়	"	"	ইউনুস	"	"	নাহল
৪র্থ	"	"	বনী ইসরাঈল	"	"	ফুরকান
৫ম	"	"	শুয়ারা	"	"	ইয়াসীন
৬ষ্ঠ	"	"	ছফফাত	"	"	হুজুরাত
৭ম	"	"	ক্বাফ	"	"	নাস

হরফ এর সংখ্যা

হরফের উচ্চারণ		কত বার ব্যবহৃত
– আলিফ		৪৮৮৭৪ বার
– বা	ب	১১৪২৮ বার
– তা	ت	১১৯৯ বার
– ছা	ث	১২৭৬ বার
– জীম	ج	৩২৭৩ বার
– হা	ح	৯৭৩ বার
– খা	خ	২৪১৬ বার
– দাল	د	৫৬০১ বার
– যাল	ذ	৪৬৭৭ বার

হরফের উচ্চারণ		কত বার ব্যবহৃত
– রা	ر	১১৭৯৩ বার
– যা	ز	১৫৯০ বার
– সীন	س	৫৯৯১ বার
– শীন	ش	২১১৫ বার
– ছোয়াদ	ص	২০১২ বার
– [illegible]	ض	১৩০৭ বার

banglainternet.com

– ত্ব	ط	১২৭৭ বার
– য	ظ	৮৪২ বার
– আইন	ع	৯২২০ বার
– গাইন	غ	২২০৮ বার
– ফা	ف	৮৪৯৯ বার
– ক্বাফ	ق	৬৮১৩ বার
– ক্বাফ	ك	৯৫০০ বার
– লাম	ل	৩৪৩২ বার
– মীম	م	৩৬৫৩৫ বার
– নূন	ن	৪০১৯০ বার
– ওয়াও	و	২৫৫৩৬ বার
– হা	ه	১৯০৭০ বার
– লাম আলিফ	لا	৩৭২০ বার
– ইয়া	ى	৪৫৯১৯ বার

তিলাওয়াতের সিজদা : সবাই একমত ১৪ স্থানে সিজদা করতে হবে। মতানৈক্য ১ স্থানে।

নিজ দৃষ্টিতে আল কুরআন : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ ও ফুরকান হামীদ এর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছেন। এ মর্যাদা বর্ণনা এক নজরে নিয়ে পেশ করা হলো। সূরা এবং আয়াত নং লিখে দেয়া হলো–

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত

২০ নং সূরার ৪ নং আয়াত

২০ নং সূরার ৮ নং আয়াত

২৬ নং সূরার ১৯২ নং আয়াত

৩৩ নং সূরার ২ নং আয়াত

৪১ নং সূরার ২ নং আয়াত

৪১ নং সূরার ৪২ নং আয়াত

৫৬ নং সূরার ৮০ নং আয়াত

৬৯ নং সূরার ৪৩ নং আয়াত

banglainternet.com

২. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) নিয়ে এসেছেন–

২৬ নং সূরার ১৯৩ নং আয়াত।

৩. কুরআন মাজীদ রাসূল (সাঃ)-এর ওপর নাযিল হয়।

১৫ নং সূরা হিজর এর ৬ নং আয়াত

২০ নং সূরা ত্বহার এর ২ নং আয়াত

৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ এর ২ নং আয়াত

২৬ নং সূরা হাক্কাহ এর ৪০ নং আয়াত

৬৯ নং সূরা হাক্কাহ এর ৪০ নং আয়াত

৭৬ নং সূরা দাহর এর ২৩ নং আয়াত

৪. কুরআন নাযিলের মাস

২ নং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত

৫. কুরআন নাযিলের মাস বরকতময়

৯৭ নং সূরা ক্বদর এর ১ নং আয়াত

৪৪ নং সূরা দুখান এর ৩ নং আয়াত

৬. কুরআন মাজীদের ভাষা আরবি

২৬ নং সূরা শুআরা এর ১৯৫ নং আয়াত

৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৮ নং আয়াত

৪২ নং সূরা শূরা এর ৭ নং আয়াত

৪৩ নং সূরা যুখরুফ এর ৩ নং আয়াত

৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ১২ নং আয়াত

৭. কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ার কারণ

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪৪ নং আয়াত

৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৮ নং আয়াত

৪২ নং সূরা শূরা এর ৭৭ নং আয়াত

৮. আল কুরআনে কি আছে?

১৪ নং সূরা ইবরাহীম এর ৫২ নং আয়াত

৯. কুরআন মাজীদ সন্দেহ-শুবাহের উর্ধ্বে

২ নং সূরা বাকারার ২ নং আয়াত

১০. কুরআন মাজীদ শোনার সময় চুপ থাকা।

৭ নং সূরা আরাফ এর ২০৪ নং আয়াত

৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ এর ১৬ নং আয়াত

৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ২৯ নং আয়াত

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ এর ২৬ নং আয়াত

banglainternet.com

কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইহুদী ধর্ম ঃ বর্তমানে আমাদের সামনে বাইবেল, ইঞ্জিল এবং বেদ'এর কিছু কপি বিদ্যমান আছে, যেগুলোকে আসমানী গ্রন্থ বলা হয়। কুরআন মাজীদ যাবুর, তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে আসমানী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেন্ট এর ৪২ খানা গ্রন্থ আছে যার অনুসারীদের বিশ্বাস এই যে, এ সকল গ্রন্থ হযরত ঈসা (আ) এর পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ এর উপর নাযিল হয়েছিল। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ খানা গ্রন্থের মধ্যে যা ঈসা (আ) এর সময় ইলহাম হয়েছিল। এগুলো ঐ সকল গ্রন্থ যার অধিকাংশের ব্যাপারে প্রথমে ঈসায়ী ধর্মবেত্তাগণের মধ্যেও সংশয় ছিল; কিন্তু ঈসায়ী চতুর্থ শতাব্দীতে নাইস এর থস এবং ফ্লারেন্স এ বসে খৃষ্টীয় উলামাগণ পরামর্শ করে সন্দেহযুক্ত পুস্তকগুলো গ্রহণ করে নেন। (আসমানী ছহীফা পৃষ্ঠা নং- ১৪)

এ সকল একারণে অগ্রহণযোগ্য যে, এগুলো গ্রহণকারী এবং নকলকারীদের কোন খোজই পাওয়া যায় না, সে কি সত্যবাদী ছিল নাকি মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ছিল নাকি সুপথ প্রাপ্ত, শক্তিশালী মুখস্থ শক্তিসম্পন্ন নাকি ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ। অতঃপর যিনি পৌছে দিলেন তিনি নিজেই পৌছালেন নাকি মিল-ঝিল করে পৌছালেন। যার সম্পর্কে এ রকম সন্দেহ জাগে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে কে নিজের বিশ্বাস, নিজের আমল বরং স্বয়ং নিজে নিজেকে এধরনের সনদহীন কিতাবের বরাত দিবে।

খৃষ্টধর্ম ঃ খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র ইঞ্জিল এর ওপর। অতঃপর ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক গুণাবলী কি? আপনি নিশ্চিত জানুন যে, বর্তমানে ইঞ্জিলগুলো সনদ বিহীন। সহীহ মূল ইঞ্জিল দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত প্রায়। এর অনুবাদ আছে এবং তাও ইবারত (মূল) ছাড়া এবং লুক এবং মার্কস থেকে যে ইঞ্জিলগুলো সম্পৃক্ত এর মূল বিষয় এই যে, এ দুই পণ্ডিত হযরত ঈসা (আ) এর যুগেও ছিলেন না। যে কারণে তৃতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলগুলোর সত্যতা সম্পর্কে মতপার্থক্য আরম্ভ হয়েছিল এবং খ্রিষ্টীয় পণ্ডিতদের এক বড় দলের বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে, এ ধরনের সম্পৃক্ততা ভুলের ওপরে বিদ্যমান ছিল, অতঃপর বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলোর শিক্ষা শিরক এবং কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে যা আসমানী প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ উল্টো। অনেক বক্তব্য অশ্লীল এবং অনেক বক্তব্য আমলের যোগ নয়। এ জন্য এগুলো মূল ইঞ্জিল নয়। ইদানীং আমেরিকায় এক কমিটি বসেন, যারা রায় দেন যে, প্রতি বছর ইঞ্জিলগুলোর যে নতুন সংস্করণ ছাপা হয়ে আসছে, এগুলোর সাথে ইঞ্জিলের সত্যতা আরো বেশি সংমিশ্রণ হচ্ছে। এজন্য বর্তমানে আর অধিক সংস্করণের দরকার নেই এবং বর্তমানে নতুন সংস্করণ ছাপানো যাবে না।

একটা ইঞ্জিল যাকে হওয়ারী বার্ণাবাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা বাবায়ে রোম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, যেহেতু তা খ্রিষ্টীয় পণ্ডিতদের বহু অপারেশন থেকে কোন রকমে বেঁচে রয়েছে, এ জন্য এর বিষয়াবলী বেশির ভাগ কুরআনের সাথে মিলে যায়, কিন্তু বর্তমানে তাও মূল হিসেবে নেই। ইঞ্জিলগুলোর বর্তমান বিশ্বাসগুলো বর্ণনা করা হলে মানবতা লজ্জায় মলিন হয়ে যাবে।

সনাতন ধর্ম ঃ সনাতন ধর্ম অর্থ হিন্দু মতবাদ। এদের 'বেদ' এর পুস্তকগুলোর একটা অংশও ঐশী নয়। কেননা এর নিজেরই ঐশীগ্রন্থ হবার ব্যাপারে কোন দাবি নেই। তাঁর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিও পাওয়া যায় না। কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী বলেন যে, এগুলো ভিয়াজ জীর বিন্যাসকৃত যিনি জরুপ্রস্ট এর যুগে ছিলেন এবং বলখ গিয়ে তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ লিখেন, 'ইহা কোন ব্রাহ্মণের বানানো।' প্রফেসর পণ্ডিত কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য কোলকাতা কলেজ, ভারতে সংস্কৃত এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঋগ্বেদের অংশগুলো এদেশের কবি এবং ঋষিগণ লিখেছেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। অতঃপর উঁচু-নীচু, জাত পাত, অধিক খোদা, এ সকল ঐ বক্তব্য যা জ্ঞান এবং মানবতা উভয় দিক দিয়েই অসংলগ্ন। কখনো এই একক খোদা রব্বুল আলামীন এর শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে কিছু এমন লজ্জাহীন বক্তব্য বরং শিক্ষা পাওয়া যায়, যাকে কলম প্রকাশ করতে অপরাগ। এসকল কারণে একথা মানতেই হয় যে, এগুলো কখনোই ঐশীগ্রন্থ নয়।

banglainternet.com

'মহাভারতে বেদগুলোর বিধানাবলী একে অপরের বিপরীত, এরূপভাবে স্মৃতি (বেদ) এর বিধানগুলোও। এমন কোন ঋষি নাই যার শিক্ষা অন্য ঋষির বিপরীত মতাদর্শ প্রকাশ করে না।' (হিন্দু মতবাদ, পৃ-৬২)

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কবিগণ, নিজ পরিবেশে, সমাজ, সংস্কৃতি, রসম রেওয়াজ ও বর্ণনা, কিসসা-কাহিনী অনুযায়ী যে সকল কবিতা লিখেছেন, সেগুলো আর্যদের ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন এবং পরবর্তীতে কান্তকারীর যুগে মুখরোচক সৃষ্টি ছিল। পরবর্তীতে ভিয়াস জী এর মধ্যে নিজ আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা যোগ করেন এবং লিখে নেন। এটাও সম্ভব যে, বেদ এর কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষাও দেখতে পাওয়া যায়। কেননা এগুলোর মধ্যে শিরীক শিক্ষার সাথে সাথে কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষার ঝলকও পরিলক্ষিত হয়।

মিতাপুরা হিন্দুত্ববাদের ৯০ নং পৃষ্ঠার বরাতে লিখেন- এক বেদ এর ওপর বহুবার পরিবর্তন ঘটেছে। ঋষিদের পরবর্তীরা এর ওপর খারাপ দৃষ্টি আরো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে অনেক বিপরীতধর্মী জিনিস তাতে ঢুকিয়ে দেয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কালপ মতদের হস্তক্ষেপে বহু পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ঋগ, যযুর এবং সাম বেদের বারবার সংকলন হয়েছে। প্রথমে যযুর্বেদ একই ছিল, এরপর দুই অংশ ভাগ হয়ে গেল। এভাবে দুয়াপরা যুগে তিন বেদের মধ্যেই হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

ফ্রান্সের পণ্ডিত ডাঃ লিবইয়ান লিখেন- 'এই হাজার হাজার খণ্ডের মধ্যে যা হিন্দুগণ তিন হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে লিখেছেন যা এক ঐতিহাসিক ঘটনা, সত্যের সাথে যা সমতা রক্ষা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ সময়ের মধ্যে কোন ঘটনাকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা সাহারা মরুভূমিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। এ ধরনের ঐতিহাসিক পুস্তক এর মধ্যে এ রকম আশ্চর্য ও অপরিচিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে ভুল এবং অপ্রাকৃতিক আকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পাওয়া যায় এবং মানুষকে এ ইন্দ্রিয়র ওপর জবরদস্তি করে যে তার মেধা অকেজো। অতীত হিন্দুদের কোন ইতিহাসই নাই এবং দালান এবং স্মৃতিসৌধেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।.... ভারতের ঐতিহাসিক যুগ মূলত মুসলমানদের শাসনের পর শুরু হয় এবং ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক মুসলমানই। হিন্দুদের সম্মানিত পুস্তক বেদ যার সংখ্যা হল চার-

১. ঋগ্বেদ ২. সামবেদ

৩. যযুর্বেদ ৪. অথর্ববেদ

বেদকে স্মৃতিও বলা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো শোনা শোনা কথা। এতে দু'হাজার বছর পর বিশাল নড়াচড়া হয়। সবচে' পুরাতন হলো ঋগ্বেদ। এ থেকে অন্যান্য বেদ তৈরী করা হয়েছে। এক সময় এমনও হয়েছিল যে, ঋগ্বেদ ধ্বংস হয়েছিল। এই বেদ সন্যাসীদের একজন থেকে অন্য জনের সীনায় বর্ণনাকারে স্থানান্তর হচ্ছিল। (তামাদ্দুনে হিন্দ ১৪৪ পৃঃ থেকে ১৪৭ পৃঃ)

যদিও হিন্দু মতবাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা যাবে। কিন্তু যখন আমরা এ ধর্মের শিক্ষা এবং হিন্দুদের দৈনন্দিন পূজা অর্চনার দিকে তাকাই, তাহলে তাওহীদের স্থলে আমাদের কুফরী ও শিরক, মূর্তিপূজা, শক্তিপূজা ব্যতিত আর কিছু চোখে পড়ে না। হিন্দুদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি। হিন্দুগণ জমীনের সকল প্রাণী-অপ্রাণীকে দেবতা বানিয়েছে। যদি সৃষ্টির সকল মুক্তা ও তারকাকে দেবতা নির্ধারণ করি, তাহলে ৩৩ কোটি কেন অসংখ্য দেবতা তৈরী করার প্রয়োজন হবে।

বেদগুলোর সামগ্রিক শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

১. বেদের শিক্ষা মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে উৎসাহ দেয়। মানুষকে অবমাননা, কামশক্তি এবং নীচু জাতওয়ালাকে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।

banglainternet.com

২. বেদগুলো বিভেদ প্রচার করে, লুট-পাট এবং প্রতারণা উঁচু জাতগুলোর জন্য বৈধ করে দেয়, এবং উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করে অসম আচরণের নির্দেশ প্রদান করে।

৩. বেদ পূজার ক্ষেত্রে- মূর্তিপূজা, কুফর, শিরক এর শিক্ষা দেয়, যা মারাত্মক পাপ।

৪. বেদগুলোর শিক্ষা মানব মস্তিষ্কপ্রসূত, যার ক্ষুদ্র অংশেও অণুপরিমাণ আসমানী শিক্ষার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

৫. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের জন্য অন্যায়ের সীমা পর্যন্ত অধিকার প্রদান করেছে, যে কাজ অন্যদের জন্য অপরাধ তা ব্রাহ্মণদের জন্য জায়েয। অব্রাহ্মণদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার নষ্ট করা হয়েছে।

৬. বেদ স্বয়ং শক্ত দেবতা, তারকা, আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটির পূজা করার অনুমতি প্রদান করে।

৭. বেদগুলোতে মানুষকে খোদার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

৮. বেদগুলোতে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা দেবতাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের নিষিদ্ধ যৌনাচারের বিষয়ও বিবৃত হয়েছে, যা তাঁদেরকে সাধারণ ভাল লোকদেরও নীচু স্তরে নামিয়ে প্রকাশ করে। এ আকারে নিকৃষ্টভাবে তাদের অসম্মানী করা হয়েছে।

৯. বেদগুলোতে লজ্জাস্থানের পূজা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যার উদাহরণ আদিম মূর্তিপূজক জাতিগুলোর মধ্যেও পাওয়া যায় না।

১০. স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত; কিন্তু বেদগুলোতে সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং দেবতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. দেবতাদের সকল সৃষ্টির মত ধারণা করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীও রয়েছে যাদের নাম শ্রীদেবী, কালী; কালকাতা, ওয়ালী এবং লক্ষী দেবী।

১২. বেদগুলোর মধ্যে মেয়েদের নিকৃষ্টরূপে অপমানিত করা হয়েছে, তাদের বৈধ অধিকার দেয়া হয় নি।

১৩. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের দেবতার মতো করেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ জী, কৃষ্ণ লীলা, হনুমান জী ইত্যাদি।

১৪. পরকালের ধারণাও অমূলক, বিশ্বাসের অযোগ্য।

১৫. বেদ পড়ে এও জানা যায় যে, এর অনুসারীদের জন্য বিয়ের রীতি রহিত, এ লোক মায়ের পরিচয়মুক্ত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য অশ্লীলতার সুযোগ গ্রহণ করত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য নিজ মা, বোন, মেয়ের সাথেও যৌন সম্পর্ক রাখত। বেদের শিক্ষার মধ্যে আজও ঐ সকল প্রভাব রয়েছে। প্রচলিত আছে যে, রাজা দাহির নিজ বোনকে বিবাহ করেছিল। ধর্মের নামে আজও এ লোকগুলো জৈবিক অসততার শিকার।

১৬. বেদের অনুসারীরা মন্দিরে ভিতর যৌনকর্ম সম্পাদন করাকে বড় পূজা মনে করত। যদিও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবেল ও নিনওয়াই সংস্কৃতিতে মন্দিরগুলোতে এমন পণ্ডিত ছিল এবং শাম প্রধান, যুবকদের মন্দিরমুখী করে নিতেন। এ সময়ে দেবদাসী (যুবতী স্ত্রীলোক) দের মগজে এ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয়া হতো যে, পুরুষদের সাথে যৌন কর্ম সম্পাদন করা অনেক বড় পূজা এবং পুণ্যের কাজ। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মন্দিরগুলোতে আজও দেখা যায়। এ পর্যায়ে অশ্লীলতার যাবতীয় আকৃতি মওজুদ ছিল।

ব্যস, প্রমাণিত হলো যে, আজ ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে কুরআন মাজীদ ছাড়া এমন কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যা আল্লাহর নাযিলকৃত এবং তার মূল অবস্থায় নিরাপদে আছে। কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি নুকতা এবং হরকত সংরক্ষিত, যার শিক্ষা একজন মৃত পণ্ডিত/আলেমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে, যা আজও জীবিত আছে এবং কোটি কোটি হাফেজের বুকের মধ্যে সংরক্ষিত আছে, এবং যার শিক্ষার দিকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ দুনিয়ার সকল জাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

banglainternet.com

শক্ত এবং অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে যারা পৃথিবীর বাস্তবমুখিতা, ধর্মহীনতার সন্দেহ, বেদ্বীনী ও পথহীনতার মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছায়, যার কারণে পৃথিবী এমন এক

আলোর অপেক্ষায় ছিল, যা সন্দেহমুক্ত এবং এমন এক হিদায়াতকারীর জন্য অস্থির ছিল, যিনি সারা জগৎ বাসীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হবেন। আল্লাহ পাক দুনিয়াবাসীর ওপর দয়া পরবশ হলেন এবং তাদের প্রতি রহমতের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠালেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় বাণী কুরআন মাজীদ প্রদান করেন, যার দ্বারা সারা পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

১. খ্রিষ্টীয় এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ ঃ এ সকল বক্তব্য ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের কাছে কোন বক্তব্য ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়। যাহোক এ সকল বক্তব্য ذِكْرَى مِصْرَ (যিকরা মিসর) প্রথম খন্ডের ৩২৭- থেকে ৩৩৩ পৃঃ থেকে নেয়া হয়েছে।

ক্যাম্ব্রীজ ইনসাইক্লোপেডিয়া ঃ 'কুরআন জুলুম, মিথ্যা, ধোঁকা, শাস্তি, গীবত, লোভ, অতিরিক্ত খরচ, হারাম কাজ, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুধারণাকে খুবই বড় অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং এটাই তাঁর অতি বড় সৌন্দর্য।'

ড. গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী ঃ 'কুরআন হৃদয়ের মধ্যে এমন জীবন্ত এবং শক্তিশালী বিশ্বাসের জোশ সৃষ্টি করে যে, এর মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না।'

স্যার উইলিয়াম ম্যুর ঃ 'কুরআন প্রকৃতি ও সৃষ্টিকুলের প্রমাণাদির দ্বারা আল্লাহ পাককে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানবজাতিকে আল্লাহর আনুগত্য এবং শোকর গুজারীর দিকে নিপতিত করে দিয়েছে।'

প্রফেসর এডওয়ার্ড জী-ব্রাউন, এম এ ঃ 'যখনই কুরআনের ওপর গবেষণা করি এবং এর বুঝ ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করি, আমার হৃদয়ে এর মর্যাদা ও আসন বর্ধিত হয়। কিন্তু জিন্দাবেস্তা (যা প্রফেসর সাহেবের ধর্মীয় পুস্তক) এর অধ্যয়নে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, সময় জ্ঞান অথবা ভাষা বিশ্লেষণ অথবা এ রকম কোন উদ্দেশ্যে পড়লে তবীয়তের (স্বভাব/প্রকৃতির) মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়।'

মিস্টার ইমানুয়েল ডি ইন্‌শ ঃ 'কুরআনের আলো ইউরোপে ঐ সময় পর্যন্ত বিকিরণ করতে থাকে যতক্ষণ তারিকী মহাসাগর থাকে এবং এর দ্বারা গ্রীকের মৃত বিবেক ও জ্ঞান জীবিত হয়।'

ড. জনসন ঃ 'কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্যাবলী এমন উপযোগী ও সাধারণের সহজবোধ্য যে, পৃথিবী সেগুলোকে সহজে গ্রহণ করে, আমাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর আফসোস যে, আমাদের দেখে দেখে দুনিয়া এ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে।'

প্রফেসর রলিড্‌ এ নিকোলসন ঃ 'কুরআনের প্রভাবে আরবি ভাষা সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআন মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়ার পদ্ধতিকে কবর দিয়ে ফেলেছে।

মিস্টার এইচ, এস, লিডার ঃ 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং এতদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে যে, নিজ যুগের ইউরোপীয় বড় বড় রাজ্যের শিক্ষাও বিজ্ঞান থেকে বেড়ে যায়।'

মিস্টার আই, ডি, মারীল ঃ 'ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য কুরআনের মধ্যেই নিহিত কুরআন হলো মৌলিক জ্ঞান ও অধিকারের সংরক্ষক।'

জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জার্মানী দার্শনিক ঃ 'যখন হযরত নবী (সাঃ)-এর মুখে কোন বিধর্মী কুরআন শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে সিজদায় পড়ে যেতেন এবং মুসলমান হয়ে যেতেন।'

banglainternet.com

থিওডোর নোলডীকী ঃ 'কুরআন লোকদের আগ্রহ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা বাতিল উপাস্যদের দিক থেকে ফিরিয়ে এক খোদার ইবাদতের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। কুরআন মাজীদের মধ্যে বর্তমান এবং আগামীর নাম, জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।'

মিস্টার স্ট্যানলী লেইনপুল : 'কুরআনে সকল কিছু আছে, যা একটি বড় ধর্মে থাকা উচিত এবং যা একজন বিখ্যাত লোক (মুহাম্মাদ) এর মধ্যে ছিল।'

মিস্টার জে, টি, বুটানী : 'কুরআন অসীম ও অসংখ্য লোকদের বিশ্বাস এবং চাল-চলনের ওপর প্রকৃত প্রভাব ফেলেছে এবং বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর কুরআনের প্রয়োজনকে আরো প্রকাশ করে দিয়েছে।'

এইচ, জি, ওয়েলস : 'কুরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে না।'

পাদরী ওয়ালারশন ডি, ডি, : 'কুরআনের ধর্ম, নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম।'

মিস্টার বসুরথ ইসমথ : 'মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দাবি এই যে, কুরআন তার স্বাধীন এবং স্থায়ী মুজিযা এবং আমি স্বীকার করি যে, বাস্তবে ইহা এক মুজিযা।'

গড ফ্রি হেগিন্স : 'কুরআন অপরিচিত লোকের বন্ধু ও দুঃচিন্তা দূরকারী, বয়স্ক লোকের ওপর অবিচার সকল ক্ষেত্রে অবদমন করেছে।'

মিস্টার রিচার্ডসন : 'গোলমীর অপছন্দনীয় নিয়ম দূর করার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকে কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক (অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবগুলো যেমন বেদের স্থানে যদি কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে গোলামী শেষ হয়ে যেত।')

মেজর লিউনার্ড : 'কুরআনের শিক্ষা সর্বোত্তম এবং মানব সমাজে অংকিত হয়ে যায়।'

আখবার নীরায়েন্ট : 'যদি আমরা পবিত্র কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধিকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা জ্ঞান ও বিবেকশূন্য মাতাল হয়ে যাব।'

স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস সি, আই, এ, : 'কুরআন মাজীদ এ কথার উপযুক্ত যে, ইউরোপের প্রতি প্রান্তে মধ্যে পড়া হবে।'

ড. চার্টেন : 'কুরআনের আলোড়ন হৃদয়গ্রাহী, সংক্ষিপ্ত এবং অল্প কথায় অনেক বুঝায় এবং ইহা আল্লাহর স্মরণ ক্ষুরধার পদ্ধতিতে করে।'

মিস্টার আরনল্ড ভিহারেট : 'কুরআন মুসলমানদের যুদ্ধপদ্ধতি শিখার সহমর্মিতা, কল্যাণ ও সমবেদনা। কুরআন ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম পেশ করে যা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে আরো বেগবান করে।'

ডাক্তার মরিস ফ্রান্সিসী : 'কুরআনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার বাগ্মীতা ও সুস্পষ্টতা। উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য ও লক্ষ্যের সুন্দর পদ্ধতির দিক দিয়ে কুরআনকে সকল ঐশী গ্রন্থের ওপর মর্যাদা দিতে হয়।'

মিস্টার লুডলফ কারমাল : 'কুরআনে পবিত্র বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিপূর্ণ বন্ধন ও বিধান বর্তমান। প্রশস্ত গণতন্ত্র সঠিক পথ ও হিদায়াত, ন্যায় ও আদালত, প্রশিক্ষণ এবং অর্থ, দরিদ্রদের সাহায্যে এবং উন্নতির সর্বোচ্চ পদ্ধতি মওজুদ আছে এবং এ সকল বক্তব্যের ভিত্তি আল্লাহ তায়ালা সত্তার ওপর বিশ্বাসের।'

জর্জ সেল : 'কুরআন কারীম নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব। কোন মানুষ এমন অলৌকিকগ্রন্থ লিখতে পারেন না এবং এটা মৃতকে জীবিত করার চেয়েও বড় অলৌকিক।'

রিওনার্ড জি, এম, রডওয়েল : 'কুরআনের শিক্ষা মূর্তিপূজা দূর করে, স্বর্গ এবং পৃথিবীর শিরক অপসারণ করে, আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করে, সন্তান খুন করার কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করে।'

আর্থ্র রড মাক্সওয়েল কং : 'কুরআন ঐশী বাণীর সমষ্টি। এতে ইসলামের নিয়মাবলী, বিধান এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশনা রয়েছে এ দিক দিয়ে খ্রিস্টবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এর ধর্মীয় শিক্ষা এবং (রাষ্ট্রীয়) আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

banglainternet.com